বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২ কার্তিক ।।১৪৩১।। সোমবার ২০ অক্টোবর ২০২৫ ।। ১ ম বর্ষ ১৪২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা
সান্ধ্য সংস্করণ

২ কার্তিক ।। ১৪৩১।। সোমবার ২০ অক্টোবর ২০২৫ ।। ১ ম বর্ষ ১৪২ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীঘাট দক্ষিণেশ্বরে ভক্তের ঢল, আলোর উৎসবে মাতোয়ারা কালীক্ষেত্র

দীপাবলিতেও অন্ধকারে মহাগটবন্ধন! বিহারে আরও ৬ আসনে প্রার্থী দিল কংগ্রেস

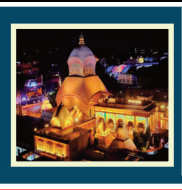

‘ব্যর্থ রাষ্ট্র’ ইউনুসের বাংলাদেশ! এবার আমরণ অনশনের পথে শিক্ষকরা

দীপাবলি ও কালীপুজোয় রাজ্যবাসীকে আলোর বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির

দেশজুড়ে শুভেচ্ছা বার্তা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতাদের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আনন্দ ও সম্প্রীতির উৎসব দীপাবলি ও কালীপুজোয় দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে উৎসবের আবহ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এদিন নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সকলকে কালীপুজো ও দীপাবলীর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এক আবেগঘন বার্তা দেন।

মমতা লেখেন,
তদয়াময়ী মা,
আমার করুণাময়ী মা,
এসো মাগো আলোর দেবী,
আলো নিয়ে এসো মা।
অন্ধকারকে দূর করে দিয়ে
শান্তি নিয়ে এসো মা।তিনি আরও বলেন, সকলকে জানাই কালীপুজো ও দীপাবলীর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই উপলক্ষে আপনাদের সবার সঙ্গে আমার লেখা ও সুর করা এবং শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া কালীপুজোর গানটি ভাগ করে নিচ্ছি। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দীপাবলীর শুভক্ষণে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, তআলোয় ভরে উঠুক আমাদের জীবন, ছড়িয়ে পড়ুক সম্প্রীতি, সুখ ও সমৃদ্ধি। ইতিবাচকতার মনোভাব সর্বত্র বিরাজ করুক।দ আলোয় আলোয় মেতে উঠেছে দেশ। দীপাবলীর পবিত্র উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথসহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ।তিনি দেশবাসীকে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, চলুন, এই উৎসবের মরসুমে উদযাপন করি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের পরিশ্রম, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকে। ভারতীয় পণ্য কিনুন, গর্বের সঙ্গে বলুন;‘এটি স্বদেশী’। আপনার কেনাকাটার ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাগ করুন, যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হন।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, তদীপাবলীর পবিত্র দিনে আমি সমস্ত ভারতীয়দের, দেশে ও বিদেশে থাকা সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, তআলো ও আনন্দের এই উৎসবে সকলকে জানাই আন্তরিক দীপাবলীর শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি, ভগবান শ্রী রামের আশীর্বাদে সকলের জীবন ভরে উঠুক সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে।লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, দীপাবলীর দিনে আমরা সকলে দেশ গঠনের অঙ্গীকার করি। সকলের মুখে হাসি ফোটানোই হোক আমাদের উদ্দেশ্য।উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দীপাবলীকে তচিরন্তন সত্যের বিজয়ের প্রতীক বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দীপাবলী শুধু প্রদীপ জ্বালানোর উৎসব নয়, এটি আত্মার আশার আলো, সমাজে ঐক্যের সুর, আর জাতীয় পুনর্জাগরণের অঙ্গীকার। ভগবান শ্রী রাম ও জনকী মাতার কৃপায় শুধু আমাদের ঘর নয়, হৃদয়ও আলোকিত হোকএই প্রার্থনা জানাই। জয় জয় সিয়ারাম !দীপাবলীর প্রাক্কালে অযোধ্যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে। ‘দীপোৎসব’-এ সরযূ নদীর তীরে ২৬ লক্ষাধিক প্রদীপ জ্বেলে তৈরি হয়েছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দপ্তর ও অযোধ্যা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মোট ২৬,১৭,২১৫টি দীপ জ্বালানো হয়;যা বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রদীপ প্রজ্বালনের রেকর্ড।অন্যদিকে, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার এই সুন্দর উৎসব সবার জীবনে আনন্দ বয়ে আনুক। আমরা সবাই একসঙ্গে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা প্রচার করি। অন্যায়, অজ্ঞতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াই, যাতে সত্য ও ন্যায়ের আলো সর্বদা আমাদের পথ দেখায়।রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারীও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, রাজ্যের সকল মানুষকে জানাই দীপাবলীর শুভেচ্ছা।

আমাদের স্বদেশী গ্রহণ করতে হবে এবং দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে।সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অবধেশ প্রসাদ বলেন, এই শুভক্ষণে গ্রামের ও শহরের সকল বাসিন্দাকে জানাই আন্তরিক দীপাবলীর শুভেচ্ছা। এই উৎসব যেন সকলের জীবনে নিয়ে আসে আনন্দ, সমৃদ্ধি ও আলো।

দেশজুড়ে উৎসবের আমেজে মেতে উঠেছে জনজীবন;আলোয়, প্রার্থনায় ও মিলনোৎসবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দীপাবলীর এই পবিত্র রাত্রি।

আইএনএস বিক্রান্তে দিওয়ালি পালন প্রধানমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেক্স ঃ প্রতি বছরের মতো এবারও সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দিওয়ালি পালন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অপারেশন সিঁদুরের পর দিওয়ালি পালন করতে আইএনএস বিক্রান্তে গেলেন তিনি। আত্মনির্ভর ভারতের অন্যতম গর্ব আইএনএস বিক্রান্তে দাঁড়িয়ে শত্রু পাকিস্তানকে আবারও মনে করিয়ে দিলেন, ভারতের এই যুদ্ধজাহাজ কীভাবে পাক বাহিনীর ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিল। এখনও সমুদ্রের তরঙ্গের মাধ্যমে পাকিস্তানে আতঙ্ক ধরায় বিক্রান্ত, হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই সেনার সঙ্গে দীপাবলি পালন করেন মোদি। গতবছর কার্গিলে গিয়েছিলেন তিনি। এবছর তিনি আলোর উৎসব পালন করলেন নৌসেনা জওয়ানদের সঙ্গে। গতকাল রাতেই গোয়ায় আইএনএস বিক্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। দিওয়ালি উপলক্ষে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিশেষ গান লিখে তা প্রধানমন্ত্রীকে শোনান আইএনএস বিক্রান্তের জওয়ানরা। সেই গান শুনে মুগ্ধ মোদি। সোমবার আইএনএস বিক্রান্তে দাঁড়িয়ে মোদি বলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পাকিস্তানকে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে দিয়েছিল বিক্রান্ত। কয়েক মাস আগে সমুদ্র তরঙ্গের মাধ্যমে পাকিস্তানজুড়ে ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিল এই যুদ্ধজাহাজ।

বিহারের ১৪৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা আরজেডির

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইন্ডিয়া জোট তথা কংগ্রেসের সঙ্গে আসনরফা নিয়ে হাজারও জল্পনা ছড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত সোমবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। ১৪৩ আসনে প্রার্থী দিল লালুপ্রসাদ যাদবের দলটি। আরজেডির বর্তমান প্রজন্মের শীর্ষ নেতা তেজস্বী যাদব লড়বেন বৈশালী জেলার রাঘোপুর বিধানসভা আসনে।দ্বিতীয় দফা ভোটের মনোনয়ন পেশের শেষ দিনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিহারের অন্যতম বিরোধী দল। সবচেয়ে বড় কথা, জোটের জটে শরিক কংগ্রেসের সঙ্গেই চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে লালুর দল !‘মহাগটবন্ধন’ নিয়ে জটিলতার কারণেই এতদিন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি আরজেডি। কার্যত শেষ দিনে (দ্বিতীয় দফায় ভোটে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন) প্রার্থী তালিকা সামনে আনল তারা। তালিকা প্রকাশের আগেই রীতি মেনে প্রার্থীদের দলীয় প্রতীক বণ্টন করা হয় বলে খবর। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৪৪ আসনে প্রার্থী দিয়েছিল লালুর দল। এবার ১টি কম আসনে (১৪৩) প্রার্থী দিল তারা। গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলির মধ্যে তেজস্বী যাদব লড়বেন রাঘোপুরে, মাধেপুরায় প্রার্থী চন্দ্র শেখর, মোকার্মায় বীণা দেবী এবং ঝাঝায় উদয় নারায়ণ চৌধুরী।

আলোর উৎসবে জোয়ার শেয়ার বাজারেও

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দীপাবলির আলোয় সেজেছে গোটা দেশ। খুশির মেজাজ শেয়ার বাজারেও। সোমবার উৎসবের মরশুমে বাজার খুলতেই একলাফে প্রায় ৭০০ পয়েন্ট বেড়ে যায় সেনসেক্সের সূচক। দু'শো পয়েন্টের বেশি বেড়েছে নিফটিও। বিশ্লেষকদের মতে, উৎসবের আবহে বাজার উর্ধ্বমুখী থাকবে। বছরের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে উন্নতির নতুন শিখর ছুঁতে পারে দালাল স্ট্রিট, এমনটাও আশা করছেন বিশ্লেষকরা।দুর্গাপুজোর পর এবার কালীপুজো, দীপাবলি। দীর্ঘ সময় ধরে উৎসবে মাতোয়ারা গোটা দেশ। তাই উৎসবের মরশুমে কেনাকাটা তুঙ্গে। গত শনিবার ধনতেরস উপলক্ষে সোনা-সহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর কেনাকাটাও বেড়েছে। সবমিলিয়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাজারে। সোমবার তাই বাজার খুলতেই ৬৭৩.৯০ পয়েন্ট বেড়ে সেনসেক্সের সূচক পৌঁছে যায় ৮৪৬২৬.০৯য়ে। নিফটিও বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৯১২.৩৫ পয়েন্টে। তবে বেলা বাড়তে খানিকটা পড়েছে সেনসেক্সের সূচক। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট লাভের মধ্যেই রয়েছে একাধিক সংস্থার শেয়ার।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-10-2025 15:24 Page 3

সাইক্লোন আসছে তেড়ে

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ফের গভীর নিম্নচাপের সতর্কবার্তা।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আন্দামান সাগরে নতুন করে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। যার জেরে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে উত্তাল সমুদ্র। তা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নিম্নচাপে ঘনীভূত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আন্দামান সাগরের পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন আবহবিদরা।বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সংলগ্ন আন্দামান সাগরে ২০ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রের উপর ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ,পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেড় কিলোমিটার উঁচুতে। এর প্রভাবে ২১ অক্টোবর দক্ষিণ,পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হবে। তা ক্রমে পশ্চিম,উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে আরও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপে ঘনীভূত হবে। ঝোড়ো হাওয়া বইবে আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র।এদিকে, মৌসম ভবন জানিয়েছে, নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পর তার গতিবিধি কেমন হবে, তার উপর ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা নির্ভর করছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগামী ২৩ তারিখ পর্যন্ত ভারীর সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ,সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৪ এবং ২৫ অক্টোবরও কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।

ভূতদেরও ছুটি মেলে !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভূত চতুর্দশীতে ভূতেদের ভোগ দেওয়া হয় আসানসোলে। একদিনের জন্য সাময়িকভআবে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কালী পুজোর রাতে ফের মন্ত্রবলে বেঁধে ফেলা হয় তাদের। এমনই বিশ্বাস মহিশীলা কলোনীর বাসিন্দাদের। ফলে বিশ্বজুড়ে শুধু হ্যালোউইন ডে'ই পালিত হয় না ভূত চতুর্দশীর রাতও পালন হয় আসানসোলে। এই পরম্পরায় পুজো হয়ে আসছে বিগত প্রায় ৭৩ বছর ধরে।আসানসোলের মহিশীলা ১ নম্বর কলোনীতে পিয়ালবেড়া শ্মশানের বটগাছে নাকি ভূতদের বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন বামাক্ষ্যাপার অন্যতম প্রধান শিষ্য বনমালী ভট্টাচার্য। প্রায় সত্তর বছর আগেকার এই ঘটনা। বনমালীবাবু আজ আর জীবিত নেই। কিন্তু গাছে নাকি রয়ে গেছে ভূতেদের দল। ভূত চতুর্দশীর রাতে তাদের কিছু সময়ের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। বলা চলে বাঁধন ছাড়া করা হয়। আর কালী পুজোর রাতে ফের বন্দি করা হয় অপদেবতাদের।বহুবছর আগে আসানসোলের রায় পরিবারের জমিদার জমি দান করেছিলেন তান্ত্রিক বনমালী ভট্টাচার্যকে। নদিয়ার নিবাসী বনমালী ভট্টাচার্য বামাক্ষ্যাপার শিষ্যত্ব নিয়েছিলেন মাত্র ৭ বছর বয়সে। সেই তান্ত্রিক বনমালী ভট্টাচার্যকে আশ্রম করে সাধনা করার জন্য মহিশীলার পিয়ালবেড়া শ্মশানে জমি দান করেছিলেন আসানসোল গ্রামের রায় পরিবার। তখন পিয়ালবেড়া শ্মশান ছিল জঙ্গলে ভরা নির্জন এক স্থান। ভূতদের খুব উপদ্রব ছিল তখন। রাতে কারোর মৃত্যু হলে ভয়ে শ্মশানে নিয়ে যেতে পারতেন না বাসিন্দারা। অপেক্ষা করতে হত সকালের জন্য। সেই নির্জন স্থানে সাধনা শুরু করেন বনমালীবাবু। শুধু তাই নয়, এলাকায় যাতে অনিষ্ট করতে না পারে তাই সমস্ত ভূতেদের একটি গাছে তিনি বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন। সময় বদলেছে। পিয়ালবেড়া থাকলেও, আর শ্মশান নেই। সেই আশ্রমের মন্দির রয়ে গিয়েছে। আজও আছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। বনমালিবাবুল মারা গিয়েছেন বহু বছর হল। বর্তমানে তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এই পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

তিনি বলেন কার্তিক অমাবস্যার আগের দিন ভূত চতুর্দশীতে সেখানে কালীপুজো করা হয়। মায়ের বীজমন্ত্রের পুজো হয়। শিবাভোগ ও ভৈরব ভোগ দেওয়া হয় পুজোর পরে।তিনবারে এই ভোগ দেওয়া হয়।সেই ভোগ থাকে ভাত, মাংস ও কারণ। কালী পুজোর পরে সেই ভূতেদের মন্ত্র বলে বেঁধে দেওয়া হয় গাছের সঙ্গে। ভূত চতুর্দশীতে এটাই নাকি পরম্পরা এখানকার।

২৫ বার ২৫ জনের সঙ্গে পালিয়ে 'রেকর্ড' গৃহবধূর !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আসামের নগাঁও জেলায় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। ধিং লহকর গ্রামের এক বিবাহিতা মহিলা বিগত দশ বছরে প্রায় ২৫ বার বাড়ি থেকে পালিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তার শ্বশুরের দাবি, বিয়ের পর থেকে ওই নারী ২০ থেকে ২৫ জন ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে পালিয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই নারী সম্প্রতি আবারও এক স্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছেন। এটি নাকি তার ২৫তম বার পালিয়ে যাওয়া। তবুও তিনি আবার বাড়ি ফিরে এসেছেন এবং স্বামী জানিয়েছেন, তিনি স্ত্রীর এই আচরণের পরও তাকে 'গ্রহণ করতে' রাজি।ওই দম্পতির তিনটি সন্তান রয়েছে। তাদের কনিষ্ঠ সন্তানটির বয়স মাত্র তিন মাস।স্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী, গত ৪ সেপ্টেম্বর তিনি মোটর গ্যারেজে কাজ শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন স্ত্রী নেই। স্ত্রী প্রতিবেশীর বাড়িতে তিন মাসের শিশুটিকে দিয়ে গিয়েছিলেন, বলে গিয়েছিলেন; ছাগলদের খাবার খুঁজতে যাচ্ছি। এরপর আর ফেরেননি।স্বামী জানান, তিনি পালানোর আগে আমার ঘর থেকে ২২ হাজার টাকা এবং কিছু গয়না নিয়ে গিয়েছেন।শ্বশুর বলেন, এইবার তিনি কার সঙ্গে পালিয়েছেন, আমরা জানি না। এর আগেও বহুবার তিনি এভাবে চলে গেছেন, আবার কয়েকদিন পর ফিরে এসেছেন। গ্রামের লোকজন অভিযোগ করেছেন, ওই মহিলা বিবাহিত জীবনে একাধিক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। একজন গ্রামবাসীর ভাষায়, তিনি প্রায়ই নতুন কারও সঙ্গে দেখা করতেন। অনেক সময় কয়েকদিনের জন্য নিখোঁজ থাকতেন, আবার ফিরে এসে যেন কিছুই ঘটেনি এমন আচরণ করতেন। কারও কারও আবার বক্রোক্তি, এমনিতে ঘরোয়া মেয়ে। সবার ঘরে ঢুকতে ভালবাসে। কাউকে না করে না।স্বামী, যিনি পেশায় একজন গাড়িচালক, জানান যে, তিনি স্ত্রীকে বারবার ক্ষমা করেছেন শুধুমাত্র সন্তানদের কথা ভেবে। আমি জানি, সবাই আমাকে নিয়ে হাসছে। কিন্তু আমার তিনটি সন্তান আছে। আমি চাই না তারা মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হোক, বলেন তিনি। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত পরিবার বা গ্রামের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে ঘটনাটি গ্রামে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে।একজন সমাজকর্মী বলেন, এই ঘটনা শুধু পারিবারিক অস্থিরতার নয়, বরং সামাজিক ও মানসিক স্থিতির অভাবের ইঙ্গিত দেয়। সমাজের উচিত এমন পরিবারগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধিং লহকর গ্রামে এখন কৌতূহল ও বিতর্কের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বলছেন, এমন সম্পর্ক আর টিকে না, আবার কেউ বলছেন, তস্বামী যেমন ধৈর্য দেখিয়েছেন, তেমন উদাহরণ বিরল।

ভারতের কোন শহরে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ যুগ এগিয়েছে, তা সত্ত্বেও, ভারতে বিবাহ একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এখনও মনে করা হয়ে থাকে। বিবাহ কেবল দু'জন মানুষকে আজীবন সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে রাখে না, পাত্র-পাত্রীর পরিবারের মিলনকেও উদযাপন করে। যাইহোক, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিভিন্ন কারণে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কমছে। ভারতের মতো রক্ষণশীল সমাজেও, বিশেষ করে বৃহৎ নগরগুলিতে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে।এক সমীক্ষায় প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে আশ্চর্যজনকভাবে, দিল্লি, নয়ডা, চেন্নাই, কলকাতা, পাটনা, লখনউ, বেঙ্গালুরু বা মুম্বইয়ের মতো বড় মহানগরীতে এই ধরণের ঘটনা তেমন বেশি নয়, বরং তামিলনাড়ুর একটি ছোট শহরে এই প্রবণতা অনেকটাই লক্ষ্য করা গিয়েছে। অ্যাফেয়ার ডেটিং অ্যাপ অ্যাশলে ম্যাডিসনের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে, তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরম অ্যাপটিতে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী রয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে- দক্ষিণ ভারতীয় এই শহরটি দেশে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের তালিকার শীর্ষে রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ২০২৪ সালে কাঞ্চিপুরম ১৭তম স্থানে ছিল, কিন্তু এক বছরের মধ্যে বড় মেট্রো শহরগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছে এই শহর। অ্যাশলে ম্যাডিসনের শেয়ার করা চমকপ্রদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করে যে, কীভাবে ব্যাপক নগরায়ন, কর্মজীবনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, সস্তা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস এবং অন্যান্য কারণে- কারণে ছোট শহরগুলিতেও বিবাহের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দ্রুত ক্ষয় হচ্ছে।পরিসংখ্যান অনুসারে, দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো প্রথম স্তরের শহরগুলির তুলনায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে অ্যাশলে ম্যাডিসন অ্যাপ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে তা এখনও কাঞ্চিপুরমের মতো নয়। টিয়ার-১ শহরগুলির মধ্যে, দিল্লিতে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং তালিকার শীর্ষ ২০টি অঞ্চলের মধ্যে ছয়'টি জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (এনসিআর)-এর আশেপাশে অবস্থিত। অ্যাপ ব্যবহারকারীর সংখ্যার দিক থেকে মধ্য দিল্লি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, তারপরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লি, পূর্ব দিল্লি, দক্ষিণ দিল্লি, পশ্চিম দিল্লি এবং উত্তর-পশ্চিম দিল্লি রয়েছে। তথ্য অনুসারে, গাজিয়াবাদ, কোরেগাঁও এবং নয়ডার গৌতম বুদ্ধ নগরের মতো দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলেও অ্যাশলে ম্যাডিসন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-10-2025 15:24 Page 4

কালীপুজোতেও বুকস্টল সিপিএমের !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ কালীপুজোতেও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সিপি এম দলের তরফে বুকস্টল খোলা হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা, তমলুক এবং কাঁথিতে বিগ বাজেটের কালীপুজো হয়ে থাকে। স্টল দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই জায়গাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার দুর্গাপুজোয় সিপিএমের বুক স্টলে বিক্রির নিরিখে লাভ যথেষ্ট ভালো, যা গত বছরের অঙ্ক ছাড়িয়ে গিয়েছে।গত বছর ৬ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। এবার বিক্রি হয়েছে ৭ লাখ ৮৫ হাজার টাকার বই। গত বছরের তুলনায় ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকার বই বেশি বিক্রি হয়েছে। এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে বিভিন্ন দুর্গাপুজো প্যান্ডেল, পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন মেলায় ৭২টি মার্কসীয় বুক স্টল বসেছিল। গত এবার ৭টি স্টল বেশি। স্টলগুলিতে সিপিএম কর্মী, সদস্যদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও আনাগোনা ছিল যথেষ্ট। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লেখা ‘ফিরে দেখা’, বর্তমান সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের লেখা ‘জাগরণের নাম তিলোত্তমা’, সিপিএমের রাজ্য কমিটি বছরের তুলনায় সম্পাদিত বই ‘মেয়েদের লড়াই’ কেনার ক্ষেত্রে পাঠকের আগ্রহ দেখা গিয়েছে। বামপন্থী ঘরানার বহু বই ‘কমিউনিস্ট পার্টি কি ও কেন’, ‘লেলিনের রাষ্ট্র বিপ্লব’, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা’, ‘নয়া ফ্যাসিবাদের রূপ’ ইত্যাদি বই যথেষ্ট বিক্রি হয়েছে। সেই সঙ্গে দলের মুখপত্র গণশক্তি, দেশহিতৈষী, নন্দন ইত্যাদির শারদ সংখ্যা। পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়-সহ বহু কবি সাহিত্যিকের লেখা নানা বই ছিল। ছিল ছোটদের মন টানতে ছবি আঁকা, কার্টুন, ছড়া, কমিক্সের বইও। বিক্রির পরিসংখ্যানে জানা গিয়েছে, হলদিয়াতে বই বেশি বিক্রি হয়েছিল। এবার উলটো চিত্র।বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে কাঁথিতে। তবে পুজোর স্টলগুলির পাশাপাশি নিমতৌড়িতে অবস্থিত জেলা পার্টি অফিসের এই বই বিক্রির হিড়িক ছিল এবার। জেলা পার্টি অফিসে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির স্টল ছিল। প্রতিটি বই ৩০ শতাংশ ছাড় দিয়ে বিক্রি করা হয়েছে। এখানে পুজোয় চতুর্থী থেকে সপ্তমী চার দিনে ১ লাখ ৩৭হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে, ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত ৫ দিনে জেলার ৭২টি স্টলে ৭ লাখ ৮৫ হাজার টাকা মূল্যের বই বিক্রি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিএমের সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি জানিয়েছেন, আমুষের মধ্যে সঠিক পথ নির্বাচনের ইচ্ছে থাকেই। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা নিজের সিদ্ধান্তকে সঠিক পথে চালানোর কাজে পা বাড়ান। বিশেষ করে যুক্তিবাদী শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই কাজটি করে থাকেন।

পুজো ঘিরে নানা আয়োজন, উন্মাদনা থাকলেও মানুষ সে কারণে আমাদের বুক স্টলে ভিড় করেছেন। নিজেদের মেধায় শান দেওয়ার জন্য আনন্দের মধ্যেও ভবিষ্যতের পথ বাতলে নেওয়ার রসদ জোগাড় করতে ভুলে যাননি। দুর্গাপুজোর সাফল্যের নিরিখে আমরা কালীপুজোতেও এবার প্রথম বুক স্টল দিতে চলেছি। ডিসেম্বর মাসে ব্লকভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ বই বিক্রির কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। জেলার ২৫টি ব্লকজুড়ে এই ভ্রাম্যমাণ বুক স্টল মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

কৃষকদের পাশে কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ টানা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসল। পাশাপাশি ক্রমাগত বৃষ্টি মৌমাছি কীট পতঙ্গ আসার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করেছে। স্বাভাবিক কারণেই পরাগায়ন হয়নি। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে গাছে ফুল হলেও ফল ধরেনি। অনেকটাই কমেছে হুগলির বলাগড় ব্লকে সব্জি ফলন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার চাষের জমিতে পৌঁছে কৃষকদের বোঝালেন কৃষি গবেষকরা। চলতি বছরের অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট নানান রোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতি সম্মুখীন জেলার সব্জি চাষ। অবস্থা সামাল দিতে কৃষকদের পাশে দাঁড়ালেন কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গবেষকরা। চার মাসের টানা বৃষ্টিতে মূলত মাচার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শশা, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, ধুধুল, করোলা, পটল, লাউ সহ অন্যান্য ফসল। এবছর ক্ষতির পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি নজরে পড়েছে। শনিবার কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গবেষক কৃষকদের বর্তমান অবস্থা সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় যাবতীয় পদ্ধতি হাতে কলমে বুঝিয়ে দেন। কৃষি গবেষকরা জানিয়েছেন, জমিতে জল নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকলে মাচার ফসল চাষে ক্ষতি লক্ষ্য করা যায়। পাতার মধ্যে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। যার ফলে আস্তে আস্তে শুকিয়ে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগের ফলেও পরাগ মিলন সম্ভব হচ্ছে না। বেশ কিছু ফসল আছে যেখানে সকালের দিকে পরাগ মিলন হয়। কিন্তু চাষিরা সকালের দিকেই কীটনাশক চাষের জমিতে দেওয়ার ফলে মৌমাছির দেখা মিলছে না। কখন দিতে হবে কীটনাশক আর কি ধরনের সার প্রয়োগ করতে হবে তাও বুঝিয়ে দেন কৃষকদের। তাঁরা বলেন, দিনের বেলায় একটানা বৃষ্টির ফলে ফুলের পরাগ মিলনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির পাশাপাশি আকাশ মেঘলা থাকার ফলে পরাগ মিলন ঘটাতে সাহায্যকারী মৌমাছি ও বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গরা আসতে পারেনি। অথচ গাছে গাছে ফুল ধরেছে। কিন্তু সেটা থেকে ফল না হওয়ায় ফুল পরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা এমন অবস্থায় নিজেরাই হাতে করে পরাগ মিলন ঘটাতে পারেন। আবার পরাগ রেনু জলের সঙ্গে পরাগরেণু স্প্রে করলেও কাজ হবে, জানান গবেষকরা। সব্জি চাষের জন্য বিখ্যাত হুগলির বলাগড়। এখানকার একতার পুর পঞ্চায়েত, সিজা কামাল পুরের ঢাকছরা গ্রাম, সাখারের পার ইত্যাদি গ্রাম শসা চাষের জন্য বিখ্যাত। তবে এবারে ওই জায়গা গুলিতে শশার ফলন উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। তাই শশা চাষীদের সঙ্গেও এবিষয়ে কথা বলেন গবেষকরা।

‘ভূত’ ভীতিতে কাঁটা পুরুলিয়ার ভৌতিক স্থানগুলি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আর চলন্ত ট্রেনের সঙ্গেই সাদা শাড়ি গায়ে জড়ানো কোন অলৌকিক শক্তি ধাওয়া করে না সেই বেগুনকোদর স্টেশনে। যে মড়কের কারণে আস্ত একটা গ্রাম খালি হয়ে গিয়েছিল বাঘমুণ্ডির অযোধ্যা পাহাড়ের সেই কালহাতে। আজ সেই জনপদে অবশ্য কোন ভূতের আতঙ্ক নেই। কিন্তু এই ভূত চতুর্দশী এলেই এই বিশেষ দিনটিতে যেন এক অন্যরকম আবহ তৈরি করে পুরুলিয়ার কোটশিলার বেগুনকোদর থেকে অযোধ্যা পাহাড়ের ওই কালহা গ্রামে।আর চলতি বছর যে পশ্চিমাঞ্চলের এই পুরুলিয়ায় নতুন করে তিনটি ভূত আতঙ্ক তৈরি হয়। চলতি বছরের এপ্রিলে হুড়ার অর্জুনজোড়ায় বাইক ধরা ভূত। তার ঠিক দেড় মাস পরে বলরামপুরের হাড়জোড়া গ্রামে এক বছর ধরে পরপর ৯ জনের মৃত্যুতে ভূতের ভীতি। আর সেই ভয়ে ঘরছাড়া হয়ে যায় পরিবার। আর তার কিছুদিন পরেই জুনের প্রায় শেষের দিকে পুরুলিয়া-জামশেদপুর ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কের নামশোল গ্রামে পরপর দুর্ঘটনায় আবার ভূত আতঙ্ক তৈরি হয়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে সেখানে কালীমন্দির স্থাপনে পুলিশকে জানানো হয়। এখন অবশ্য বাইক ধরা ভূত মোটর আরোহীকে ঘাড় মটকায় না। দেয় না শরীরে আঁচড়। হাড়জোড়া গ্রামে আর নতুন করে মৃত্যু না হওয়ায় সেখানেও কোন আতঙ্ক নেই। আতঙ্ক নেই নামশোলের দুর্ঘটনাপুরেও। প্রত্যেকটিতেই একাধিক বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠন সেখানে গিয়ে পদক্ষেপ নিয়ে ভূতের ভয় ভাঙিয়েছে। তাহলেও ভূত চতুর্দশীতে ফের দেখা দিলো তেনাদের ভয়। আসলে এই ভূত চতুর্দশীর রাতে ও তার পরে তেনাদেরকে সামনে রেখেই যে নানান বাণিজ্য হয়। যেখানে বাদ যায় না ঝাড়খন্ড ছুঁয়ে থাকা এই প্রান্তিক পুরুলিয়াও। একদিকে ‘ঘোস্ট ট্যুরিজম’ অন্যদিকে মাদুলি- কবজের ব্যবসা। যার ফলে চলতি বছর এই জেলায় নতুন করে যে এলাকায় ভূতের আতঙ্ক তৈরি হয় সেই এলাকাতে দুই বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠন নিজেদের নেটওয়ার্কে নজরদারিও চালাচ্ছে। যাতে ভূত বাণিজ্য না চলে। কুসংস্কারের থাবা না বসে। মানুষজন অযথা আতঙ্কিত হয়ে না পড়েন। বিভ্রান্ত হয়ে প্রতারিত না হন। কিছু অসাধু মানুষজন এই ভূতচতুর্দশী এলেই জেলায় এমন একটা আবহ তৈরি করে। ভূত চতুর্দশী তিথি সোমবার দুপুর পর্যন্ত রয়েছে।তাই হুড়ার অর্জুনজোড়া মোড় থেকে কেশরগড় যাওয়ার রাস্তায় ওই তেঁতুলতলায় এদিন সন্ধ্যার পর কাউকেই দেখা যায়নি। কালিপুজোর প্রাক্কালেও রাত যত বাড়তে থাকে ওই রাস্তা জনশূন্য হয়ে যায়। তাহলে কি বাইক ধরা ভূতের আতঙ্ক ভূত চতুর্দশীর দিনে? সব প্রশ্ন কার্যত এড়িয়েই যান ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করা মানুষজন। একই ছবি কোটশিলার বেগুনকোদর স্টেশনে। এদিন বিকালে এলাকার কয়েকজন যুবক, কিশোর ওই স্টেশন চত্বরে ঘোরাফেরা করলে তাদেরকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় ভূত বলে তো কিছু নেই কিন্তু আতঙ্ক কি কোন রয়েছে? মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে চলে যান। এই নিরুত্তরের অর্থ কি জানে না বেগুনকোদর,জানে না অর্জুনজোড়া। তবে বাঘমুণ্ডির অযোধ্যা পাহাড়ের কালহা গ্রামের বয়স্ক পুরুষ-মহিলা থেকে তরুণ- তরুণীরা জানেন, প্রায় ৫ দশক আগে রোগ অসুখে বাঘমুন্ডির এই গ্রামে দেখা দিয়েছিল মড়ক। একের পর এক মৃত্যুতে এমনই আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল যে ৫-৬ মাসের মধ্যেই ওই গ্রাম হয়ে গিয়েছিল জনশূন্য। এরপর বেশ কয়েক বছর পর নতুন করে জনবসতি তৈরি হলেও একটি আত্মহত্যার ঘটনায় আবার ঘরছাড়া হয়ে যায় পরিবারগুলো। কয়েক যুগ পরে আবার ওই গ্রাম সেই আগের চেহারায় ফিরে এসেছে বটে। কিন্তু অতীতের সেই কথা ভোলেনি ওই কালহা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-10-2025 15:24 Page 5

আলোর মালায় সাজিয়েছেন বাড়ি ?

কোন কোন সতর্কতা না মানলে উৎসবের দিনে বিপদে পড়বেন ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আজ আলোর উৎসব দীপাবলি। বাঙালির কালীপুজো। ঘর-বাড়ি সেজে ওঠে আলোয় আলোয়। আজকাল বাড়ি সাজানোর জন্য প্রদীপের জায়গা নিয়েছে হরেক রকম বৈদ্যুতিন আলো। দীপাবলির কয়েকদিন আগে থেকেই আলোর দোকানগুলিতে ভিড় চোখে পড়ে। কিন্তু বিদ্যুতের বাতি লাগানোর সময়ে বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। নচেৎ উৎসবের দিনে ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ। কী কী সাবধানতা মেনে চলবেন? জেনে নিন।

সাধারণত দীপাবলি মিটে গেলে যে লাইটগুলি আমরা রেখে দিই তা আর বছরভর খুলে দেখা হয় না। তাই সেই পুরনো ইলেকট্রিক তার ঠিক আছে কিনা দেখে নিন। মাঝখান থেকে তার ছিঁড়ে গেলে লাইট লাগাতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন।

দোকান থেকে আলো কিনে আনার সময়েও প্রতিটি বাল্ব জ্বলছে কিনা। যাচাই করে নিন। নাহলে দীপাবলিতে আলো লাগাতে গিয়ে মুশকিলে পড়বেন।

লাইট লাগানোর জায়গায় আর্থিং ঠিক আছে কিনা দেখে নেওয়া জরুরি। প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তবেই তা ব্যবহার করা উচিত। না হলে সমস্যায় পড়তে পারেন।

বারান্দার লোহার গ্রিলে কিংবা জানলায় লাইট ঝোলানোর আগে ইলেকট্রিক তারের কোনও অংশ যেন ছেঁড়া না থাকে তা খুঁটিয়ে দেখুন। কারণ দেখতে যতই সুন্দর হোক সামান্য তার ছেঁড়া কিংবা খোলা থাকলে শর্ট সার্কিট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আবার ঝড়-বৃষ্টি হলে বারান্দায় ঝোলানো আলো না লাগানোই ভাল ইলেকট্রিক তারের কোনও অংশ যেন ছেঁড়া না থাকে বা বারান্দার রেলিং ভেজা না থাকে সেদিকেও নজর রাখুন।

একই প্লাগে অনেকগুলো লাইটের কানেকশন দিলে শর্ট সার্কিট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই প্রতিটি লাইটের জন্য আলাদা আলাদা কানেককশন ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে এক্সটেনশন ব্যবহার করতে পারেন।

ভিজে হাতে কখনই প্লাগে হাতে দেবেন না। বাড়ির ছোটরা যাতে ইলেকট্রিক লাইটের কাছে যেতে না পারে এবং প্লাগে হাত না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

বারান্দা, লন, পার্কের মতো অংশের জন্য সৌর-বিদ্যুতে চালিত আলো ব্যবহার করতে পারেন। এতে যেমন বাঁচবে খরচ, পরিবেশ, তেমনই আলো জ্বালানো বা নেভানোর ঝক্কিও থাকবে না। সৌ ঃ আজকাল।

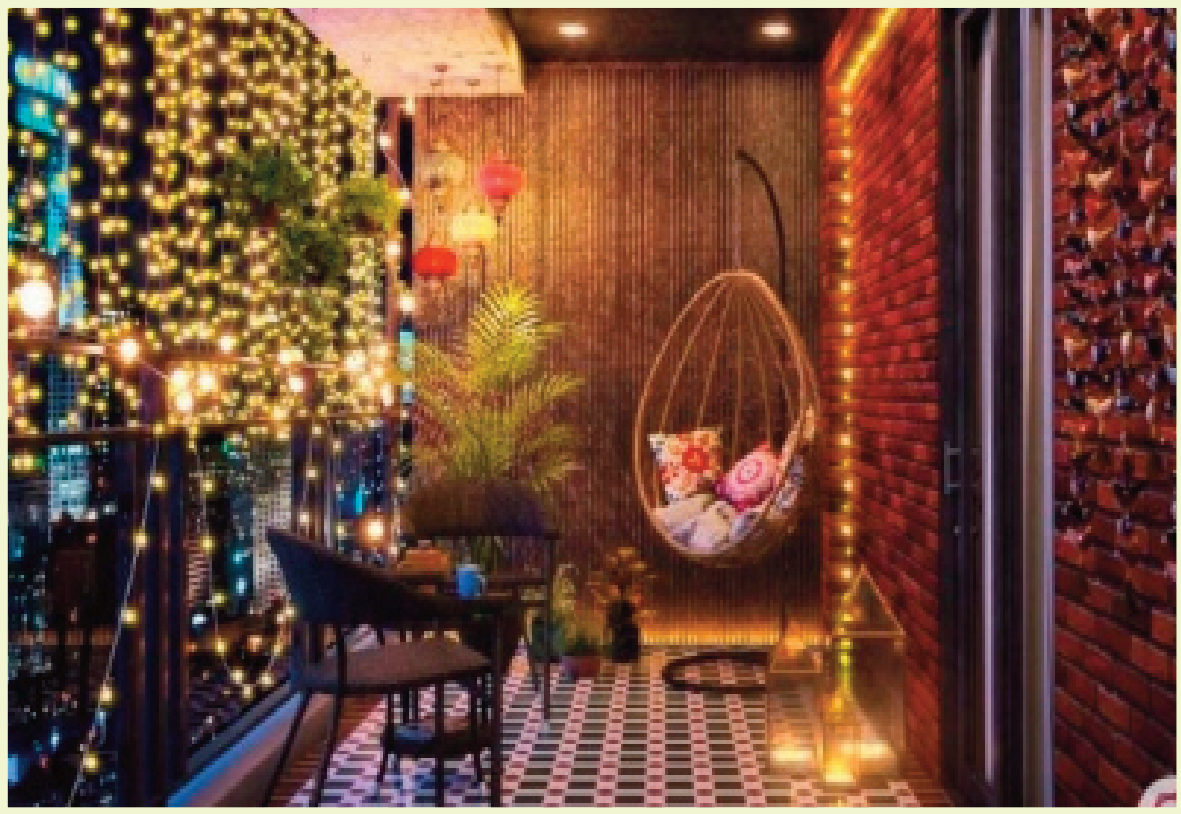

আজ আলোর উৎসব দীপাবলি। বাঙালির কালীপুজো। ঘর-বাড়ি সেজে ওঠে আলোয় আলোয়। আজকাল বাড়ি সাজানোর জন্য প্রদীপের জায়গা নিয়েছে হরেক রকম বৈদ্যুতিন আলো। দীপাবলির কয়েকদিন আগে থেকেই আলোর দোকানগুলিতে ভিড় চোখে পড়ে। কিন্তু বিদ্যুতের বাতি লাগানোর সময়ে বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। নচেৎ উৎসবের দিনে ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।